জিনাত-বিজরী সংস্কৃতির নিবিড় প্রেমে

জিনাত বরকতউল্লাহ এবং বিজরী বরকতউল্লাহ। তাঁদের নতুন করে পরিচয় দেবার কিছু নেই। মিডিয়াতে স্বকীয়তার তাঁরা দু'জনই উজ্জ্বল তারকা। ব্যবধান কেবল প্রজন্মের। তবে প্রজন্মের ব্যবধানে এতটুকু ম্লান নন মা জিনাত। এখনও নৃত্যশিল্পী হিসাবে প্রথম সারিতে তাঁর নাম আসে। অন্যদিকে জিনাতের মেয়ে বিজরী এ সময়ের তারকা অভিনেত্রী হিসাবে সুপরিচিত। পাশাপাশি নৃত্যশিল্পী ও মডেল হিসাবেও পরিচিত। আনন্দকণ্ঠের পক্ষ থেকে আমরা সম্প্রতি মা ও মেয়ের সঙ্গে এক আড্ডায় বসেছিলাম। আড্ডায় আমাদের বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তাঁরা। সেই সঙ্গে পরস্পরের মূল্যায়নও করেছেন।

আনন্দকণ্ঠ ঃ জিনাত, আপনি একজন নৃত্যশিল্পী। নৃত্যই আপনার প্রধান ক্ষেত্র, যেখানে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ শিল্পী। কিন্তু বিজরীর ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি একাধারে নাচ, অভিনয়, মডেলিং সবই করছেন। একসঙ্গে এতগুলো ক্ষেত্রে কাজ করলে ভাল কাজ করা যায় কি? আপনার মন্তব্য কি?

জিনাত ঃ যে পারে সে সব পারে। আমার মেয়ে বলে বলছি না, নাচ এবং অভিনয় দু'ক্ষেত্রেই ও ভাল কাজ করছে। আমাদের দেশে আসলে নৃত্যশিল্পীদের পাবলিসিটি কম। এর অবশ্য কারণ আছে। যেমন নাচের পুরোটা সময় একজন শিল্পী মুভমেন্টে থাকেন। ফলে, ক্যামেরার চেহারা কম ধরা হয়। অন্যদিকে নাটকের বেলায় চেহারাটা প্রাধান্য পায় বেশি, অর্থাৎ স্ক্রীনে চেহারা অনেক বেশি দেখানো হয়। ফলে, একজন অভিনেত্রীর পরিচিতি যতটা তাড়াতাড়ি হয়, নাচের ক্ষেত্রে তা হয় না। আমি নাচ করছি খুব ছোটবেলা থেকে। ১৯৫৯ সালে নাচ শুরু করেছি, এখনও করছি। আমার পরিচিতি কিন্তু খুব ধীরে হয়েছে। সে তুলনায় বিজরীর পরিচিতি এসেছে দ্রুত এবং সেটা অভিনেত্রী হিসাবে।

আনন্দকণ্ঠ ঃ আমি কিন্তু পরিচিতির কথা চলছি না, আমি বলেছি বিশেষজ্ঞ শিল্পীর কথা।

জিনাত ঃ হ্যাঁ বলছি। স্পেসালাইজড্ বা বিশেষজ্ঞ শিল্পী হওয়া সম্ভব। নাচ যে জানবে তার জন্য অভিনয় বা মডেলিং করা সহজ। নাচে এক্সপ্রেশন দিতে হয় অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আর অভিনয়ে কথার মাধ্যমে। ভাল মডেল হতে গেলেও নাচ জানা জরুরী। একটা আরেকটার সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে, একজন ভাল নৃত্যশিল্পী অবশ্যই একজন ভাল অভিনেত্রী হতে পারেন। আমিও কিন্তু অভিনয় করি।

আনন্দকণ্ঠ ঃ বিজরী কি বলেন?

বিজরী ঃ আমি মার সঙ্গে একমত।

জিনাত ঃ তবে যে কোন ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞ বা ভাল শিল্পী হতে গেলে নিষ্ঠা, পরিশ্রম, সাধনা এবং সততার দরকার।

আনন্দকণ্ঠ ঃ বিজরীর মধ্যে আপনি কতটা সম্ভাবনা দেখেন?

জিনাত ঃ বিজরীর মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। ও যদি আমার কথামত চলত তা হলে আরও ভাল করাত পারত। নাচ এবং অভিনয়ে আরও মনোযোগী হলে ভাল হতো।

আনন্দকণ্ঠ ঃ ও কি আপনার কথামত চলে না?

জিনাত ঃ (হেসে) না তা নয়। আসলে ওর বিয়েটা খুব তাড়াতাড়ি হয়েছে। সন্তানও হয়েছে তাড়াতাড়ি। সংসারে প্রবেশ করলে কিছুটা হলেও ক্যারিয়ারে ক্ষতি হয়।

বিজরী ঃ সত্যি কথা্ আমরা যত প্রগতিশীলই হই না কেন, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির কথা ভাবতেই হয়। আমার শ্বশুরবাড়ির সবাই সংস্কৃতিমনা। তারা বা আমার স্বামী কোন কাজেই বাধা দেন না, কিন্তু আমার নিজের মধ্যেই একটা খুঁত খুঁত থাকে। আমি রাতে বড়জোর বারোটা পর্যন্ত কাজ করি।

আনন্দকণ্ঠ ঃ অভিনেত্রী, নৃত্যশিল্পী, মডেল– এ তিনের মধ্যে বিজরীর কোন্ পরিচয় আপনার ভাল লাগে?

জিনাত ঃ ওর নাচ আমার বেশি ভাল লাগে। ছোটবেলায় আমি ওকে ভরত নাট্যম, কত্থক, মনিপুরী সব শিয়িয়েছি। আমি ওকে একজন প্রতিষ্ঠিত নৃত্যশিল্পী হিসাবেই দেখতে চেয়েছিলাম। তবে ওর ভাল লাগায় বাধা দেইনি।

বিজরী ঃ নাচের প্রতি আমার নাড়ির টান রয়েছে। কারণ নাচ আমি সাধনা করে শিখেছি। কিন্তু অভিনয়টা আমার এমনিতেই চলে এসেছে। স্কুলে ক্লাস করে শিখিনি। দেখে দেখে শিখেছি। তবে নাচ জানা থাকায় অভিনয় করাটা আমার জন্য সহজ হয়েছে। এজন্য নাচ এবং অভিনয়কে পার্থক্য করে দেখি না। নাচ আমার দুর্বলতা আর অভিনয়টা পেশা। তবে বক্তব্যপ্রধান মডেলিং করতে ভাল লাগে।

আনন্দকণ্ঠ ঃ এ দেশে নাচের ভবিষ্যত সম্পর্কে বলুন।

জিনাত ঃ আগের চেয়ে নাচ এখন অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কাজও ভাল হচ্ছে। এখনকার কম্পজিশন খুব ভাল। আমি নৃত্যাঞ্চলের কথা বলব। ওদের প্রত্যেকটা কম্পোজিশন আমার ভাল লাগে। প্রত্যেকটা জিনিস ভেঙ্গে ভেঙ্গে এত সুন্দর উপস্থাপনা–যা সত্যিই প্রশংসনীয়। বহু ছেলে মেয়ে এখন নাচের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে। আমি তো নাচের ভবিষ্যত খুব ভাল দেখছি।

আনন্দকণ্ঠ ঃ চলচ্চিত্রের নাচেও কি তা দেখছেন?

জিনাত ঃ চলচ্চিত্রে যা হচ্ছে তা তো নাচ নয়, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি। আপনি একটু খেয়াল করলে দেখবেন গানের কথার সঙ্গে নাচের মুদ্রার কোন মিল নেই। অসম্ভব রকম অসঙ্গতি। আমি দু'বছর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরষ্কার জুরিবোর্ডের সদস্য ছিলাম। দুঃখজনক কি জানেন, এ দু'বছরে একজন নৃত্য পরিচালককেও পুরষ্কৃত করার জন্য নির্বাচন করতে পারিনি।

বিজরী ঃ এখনও নাচকে পেশা হিসাবে নেয়ার অবস্থা তৈরি হয়নি, তবে সামনে অবশ্যই হবে।

আনন্দকণ্ঠ ঃ দীর্ঘদিন ধরে নাচ করছেন। অতৃপ্তি আছে কি?

জিনাত ঃ শিল্পীমাত্রই অতৃপ্তি থাকবে। কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে যখন ভাবি অর্থাৎ আমার সংসার, সন্তান, স্বামী-তখন মনে হয় আমি খুব ভাল আছি। আল্লাহ আমাকে খুব ভাল রেখেছেন।

আনন্দকণ্ঠ ঃ আপনার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি?

জিনাত ঃ না, কোন পরিকল্পনা নেই। আমি এখন শিল্পকলা একাডেমীতে সিনিয়র ডেপুটি ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করছি। কর্মক্ষেত্রে এবং নাচের ক্ষেত্রে আরও সাফল্য আমার কাম্য।

আনন্দকণ্ঠ ঃ বিজরী আপনার ?

বিজরী ঃ আমার কোন পরিকল্পনা নেই। আমি আসলে লক্ষ্যহীন একজন মানুষ। যখন যা হাতে আসে তাই করি। আমার কিছু নীতি আছে, তা মেনে চলি। তবে অবশ্যই ভাল কিছু করতে চাই।

আনন্দকণ্ঠ ঃ এবার মা সম্পর্কে কিছু বলুন।

বিজরী ঃ প্রত্যেক সন্তানের মতো আমার কাছে আমার মা একজন শ্রেষ্ঠ মা। তাঁর কোন তুলনা নেই। আজ পর্যন্ত কোনদিন আমাদের প্রতি তাঁর মায়া মমতা কর্তব্যে অবহেলা দেখিনি। আমার মা একজন কর্মজীবী মহিলা। ঘরে-বাইরে সব দিকই তিনি খুব সুন্দরভাবে ম্যানেজ করেছেন। আর শিল্পী হিসাবে তাঁকে মূল্যায়ন করার যোগ্যতা আমার নেই। আমি তাঁর জন্য গর্বিত। শুধুই গর্বিত।

অদিতি রহমান